দৈনিক
[illegible]

তারিখ ...... 3 JUN 2003
পৃষ্ঠা ... ৮ — কলাম .... ১......

ডাঃ ইকবালসহ উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুল পরিচালনা বোর্ডের সদস্যদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির মামলা দায়ের

স্টাফ রিপোর্টার ঃ আওয়ামী লীগ দলীয় প্রাক্তন সংসদ সদস্য ডাঃ এইচ বি এম ইকবালসহ উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের প্রাক্তন প্রধান শিক্ষক ও স্কুল পরিচালনা বোর্ডের ক'জন সদস্যের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন ব্যুরো মামলা দায়ের করেছে। গতকাল রমনা থানায় মামলা দায়ের করেন দুর্নীতি দমন কর্মকর্তা এ বি এম মাহবুব। দায়েরকৃত ৩টি মামলার নম্বর হচ্ছে- ৫, ৬ ও ৭।

ডাঃ ইকবালের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত একটি মামলার এজাহারে বলা হয়, ২০০০ সালের জুলাই মাসে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কর্তৃক উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের নতুন ভবন উদ্বোধন উপলক্ষে ২টি খাতে সর্বমোট ১০ লাখ ৩০ হাজার ৪৪৮ টাকা ব্যয় করা হয়। এর মধ্যে কোন দরপত্র আহবান না করে ডেকোরেটর বাবদ ২ লাখ ৩০ হাজার টাকা ও উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের বিজ্ঞাপন সরাসরি পত্রিকায় না পাঠিয়ে পারিজাত ট্রেড এন্ড এসোসিয়েট নামের এক বিজ্ঞাপনী সংস্থার মাধ্যমে প্রকাশ করে ৩ লাখ ৩০ হাজার টাকা আত্মসাৎ করা হয়। এই মামলায় ডাঃ ইকবালের সাথে আসামী করা হয়েছে পারিজাত ট্রেড এন্ড এসোসিয়েট-এর স্বত্বাধিকারীকে।

অপর মামলায় ডাঃ ইকবালের সাথে অপরাপর আসামীরা হচ্ছেন, উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক শাহ আলম, স্কুল পরিচালনা বোর্ডের সদস্য মোঃ রিয়াজউদ্দিন

৭-এর পৃঃ ১-এর কঃ দেখুন

দুর্নীতির মামলা

৮-এর পৃষ্ঠার পর, ১

আহমেদ, জয়নাল আবেদীন ও নন্দন আর্কিটেক্ট-এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক উত্তম কুমার সাহা। মামলার এজাহারে বলা হয়, উল্লেখিত স্কুলের নতুন ভবন নির্মাণের জন্য কনসালটেন্স নিয়োগের বিষয়ে পরিচালনা কমিটির বিভিন্ন তারিখে অনুষ্ঠিত সভার সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে আসামীরা বিনা টেন্ডারে নিজেদের পছন্দমতো নন্দন আর্কিটেক্টকে কনসালটেন্স নিয়োগ করেন। এতে আসামীরা পরস্পর যোগসাজশে ৫ লাখ টাকা আত্মসাৎ করেন যা দণ্ডবিধির ৪০৬/৪০৯/১০৯ ধারা এবং ১৯৪৭ সালের ২নং দুর্নীতি প্রতিরোধ আইনের ৫(২) ধারায় শাস্তিযোগ্য অপরাধ।

অপর মামলার আসামীদের মধ্যে রয়েছেন- উইলস লিটল ফ্লাওয়ার স্কুলের সাবেক প্রধান শিক্ষক শাহ আলম, পরিচালনা বোর্ডের সদস্য মোঃ রিয়াজউদ্দীন আহমেদ, জয়নাল আবেদীন ও স্কুলের খণ্ডকালীন প্রকৌশলী উত্তম কুমার দেব।

আসামীদের বিরুদ্ধে স্কুলের আসবাবপত্র ক্রয়ের ক্ষেত্রে টেন্ডার ডকুমেন্টের স্পেসিফিকেশন বহির্ভূত ও রেগুলেশন বই-এর গৃহীত সিদ্ধান্ত উপেক্ষা করে অনুমোদিত ১৪ লাখ ৪৫ হাজার টাকার পরিবর্তে ২২ লাখ ৯৯ হাজার ৩৮০ টাকার কার্যাদেশ প্রদানের অভিযোগ আনা হয়েছে।